Mobile – +91-8016283380

Corporate Address

A1/27A, New Padirhati Kalinagar Link Road,
P.S – Rabindra Nagar,
Kolkata - 700066

Registered Address

Naharkuti, Vill – Kalikapur,
P.O- S Behala, P.S-Haroa, Basirhat,
North 24 Parganas,
West Bengal – 743445

SHANTIBARTA FOUNDATION
Empowering for Better Life

Providing Relief and Creating Life-altering Opportunities

www.shantibartafoundation.com

শান্তিবার্তা ফাউন্ডেশন

ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সেকশন ৮ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯শে নভেম্বর ২০২০ সালে শান্তিবার্তা ফাউণ্ডেশন পথ চলা শুরু করে। এটি মূলত অনুদানের উপর নির্ভরশীল একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organization) । সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নত জীবনের ক্ষমতায়নের (Empowering of Underprivileged for Better Life) উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ কিছু করার ভাবনা থেকেই শান্তিবার্তার জন্ম। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পেশা ও মেধার মানুষ এই ফাউণ্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়ে শান্তিবার্তার ভীত শক্ত করেছেন।

শান্তিবার্তার কাজের ক্ষেত্র নিম্নরূপঃ

- শিক্ষামূলক উদ্যোগ (Education Initiative)
- স্বাস্থ্য পরিসেবা (Health Initiative)
- সামাজিক কল্যাণ (Social Welfare)
- স্কিল ডেভেলপমেন্ট (Skill Development)
- কাউন্সেলিং (Counseling)

শান্তিবার্তা ফাউন্ডেশন – নির্দেশকের কলমে
কামরুজ্জামান ও হাবিবুর রহমান

"মানুষ মানুষের জন্য,
জীবন জীবনের জন্য।

একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?"

বর্তমান ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা চেতনা জোরদার করেছে। এরূপ সমাজব্যবস্থার একজন ব্যক্তি অন্যের প্রতি কোনো ধরনের টান, ভালোবাসা , মানবিকতা ও দায়িত্ব অনুভব করেনা,অথচ আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি মানবসেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব।

আপনারা সকলেই জানেন, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সেকশন ৮প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯শে নভেম্বর২০২০ সালে শান্তিবার্তা ফাউন্ডেশন পথ চলা শুরু করে।এটি মূলত অনুদানের উপর নির্ভরশীল একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নত জীবনের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ কিছু করার ভাবনা থেকেই শান্তিবার্তার জন্ম। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পেশা ও মেধার মানুষ এই ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়ে শান্তিবার্তার ভীত শক্ত করেছেন। আমাদের শান্তিবার্তার কাজের ক্ষেত্র -শিক্ষামূলক উদ্যোগ, স্বাস্থ্য পরিসেবা, সামাজিক কল্যাণ,স্কিল ডেভেলপমেন্ট, কাউন্সিলিং, অভাবীদের পরিত্রাণ ও সবুজায়ন অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ।

বর্তমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।তা থেকে আমাদেরও পিছিয়ে থাকা উচিৎ নয়। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'শান্তিবার্তা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারদের যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা 'শান্তিবার্তা'-র শুভ সূচনা। ধন্যবাদ জানাই যেসব লেখক তাদের লেখা দিয়ে পত্রিকাটিকে জীবন্ত করেছেন,আর যারা লেখা দিতে পারেননি, আশাকরি ভবিষ্যতে তাদের লেখা দিয়ে 'শান্তিবার্তা' পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হবেন।

আমি শান্তিবার্তা ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য, পত্রিকার পাঠক, শুভানুধ্যায়ী সহ সকল নাগরিক বৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা;সবার জীবনে আসুক অনাবিল সুখ ও প্রশান্তি। ভালো থাকবেন সবাই।-সম্পাদক।

শান্তিবার্তার কাজ – একনজরে

গত দুই বছর ধরে শান্তিবার্তা সমাজকল্যাণমূলক বেশ কিছু কাজ করেছে। শান্তিবার্তার ওয়েবসাইটের (shantibartafoundation.com) পাতায় বিষদ বিবরণ থাকলেও আপনাদের নিরীক্ষণের জন্য পাশের পাতায় সংক্ষিপ্ত খতিয়ান তুলে ধরা হলো।

11	11.01.2023	কম্বল বিতরণ	কলকাতা	250			
12	04.03.2023	স্বাস্থ্য সেবা শিবির (#ক্যামেরা_চলছে)	গুধিয়া,লালবাগ, মুর্শিদাবাদ	100			ডাঃআব্দুস শামীম,অস্থি বিশেষজ্ঞ
13	05.06.2023	সবুজের সন্ধানে	-			5000 টি চারা রোপণ করা হয়	
			সর্বমোট	**3525**	**162**		-

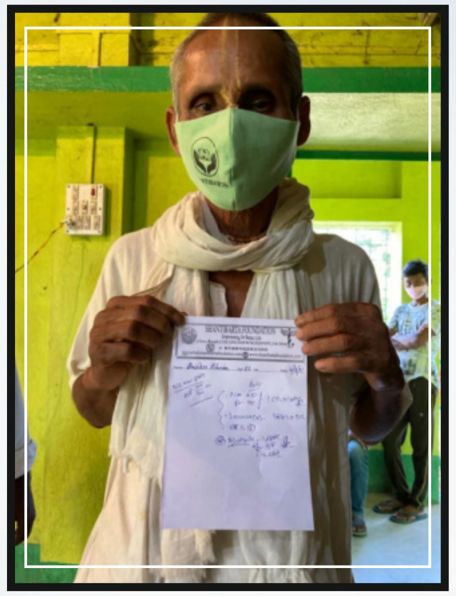

ক্র	তারিখ	বিভাগ	স্থান	উপকৃতের সংখ্যা	রক্ত দাতা	বিতরণ	সহযোগিতায়
1	08.01.2021	স্বাস্থ্যসেবা ও রক্তদান শিবির	মাঝিরা নূরানী মাদ্রাসা,কর্ণসুবর্ণ,মুর্শিদাবাদ	148	32	-	ডাঃ আবু তাহের আলী
2	09.01.2021	বস্ত্রবিতরণ	মৌসুনী দ্বীপ,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	-	-	কম্বল ও পুরোনো কাপড়	কুসুমতলা ওয়েল ফেয়ার ক্লাব
3	02/03.06.2021	স্বাস্থ্য সেবা শিবির	প্রাসাদপুর ও বুদাখালি, কাকদ্বীপ,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	115	-	55 জনকে খাদ্যসামগ্রী	
4	26.06.2021 (অনুসৃত মাসিক ক্যাম্প)	স্বাস্থ্য সেবা শিবির (#ক্যামেরা_চলছে)	গুধিয়া,লালবাগ, মুর্শিদাবাদ	640	-	-	ডাঃআব্দুস শামীম,অস্থি বিশেষজ্ঞ
5	11.07.2021	ইয়াশ ঝড় রিলিফ	বুদাখালি,কাকদ্বীপ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	-	-	3 লক্ষ টাকা 30টি পরিবারের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা হয়।	হায়দ্রাবাদের আল কুরান ফাউণ্ডেশন
6	15.08.2021	স্বাস্থ্য সেবা ও রক্তদান শিবির	5 স্টার মোড়, খিঁদিরপুর, সুটি, মুর্শিদাবাদ	132	34	-	ফারুক আবুদল্লাহ
7	সাপ্তাহিক ক্যাম্প	স্বাস্থ্য সেবা শিবির (#ক্যামেরা_চলছে)	বিভূতিসদন সেবাকেন্দ্র,হুগলি	1500	-	-	ডাঃ জশীমুদ্দিন খান, শিশু বিশেষজ্ঞ ও ডাঃ মুজিবর রহমান, অস্থি বিশেষজ্ঞ
8	27.11.2021	বস্ত্রবিতরণ,স্বাস্থ্যসেবাও রক্তদানশিবির	গোবরধনডাঙ্গা দস্তুরহাট উচ্চবিদ্যালয়,মুর্শিদাবাদ	248	52	180 জনশীতার্তদের গরমবস্ত্রবিতরণ করা হয়	গোবর্দ্ধনডাঙ্গা সবুজসংঘ
9	27.07.2022	শিক্ষামূলককাউন্সেলিং, স্বাস্থ্যসেবাওরক্তদানশিবির	পুরন্দরপুর হাইমাদ্রাসা, পুরন্দরপুর,কান্দি,মুর্শিদাবাদ	642	44	কাউন্সেলিং ছাড়াও ক্লাস11ও 12 এর ছাত্র ছাত্রীদের পুস্তিকা বিতরণ করা হয়	প্রধানশিক্ষক জুলফিকার উজ জামান ও মাদ্রাসার সকলকর্মীবৃন্দ
10	21.08.2022	বৃক্ষরোপণকর্মসূচি	মোতড়া,হাজারপুর, নবগ্রাম,মুর্শিদাবাদ	-	-	300 টি সোনাঝুরি চারা রোপণ করা হয়	মোঃ হাজরাতুল্লা

অনুগল্প

স্বর্গোদ্যান
সাগর রহমান

সার্ভেন্ট রুম ও পার্কিং সহ ২০০০ স্কোয়ার ফুটের সুবিশাল সুসজ্জিত ফ্ল্যাট। মোটা মাইনের সাথে সাত পুরুষের ভিটে বাড়ি বেচে কলকাতার অভিজাত এলাকায় কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনতে সুমিতেশের একটুও অসুবিধে হইনি। ওদিকে সু-প্রতিষ্ঠিত ছেলে বৌমার সাথে অবশিষ্ট জীবন কাটানোরলোভ সম্বরণ করতে পারেনি সুমিতেশের বাপ মা।

আজ তাদের ফ্ল্যাট 'স্বর্গোদ্যানে' গৃহ প্রবেশ। অতিথির সমাগমে বাড়ি গমগম করছে। সব্যসাচীর ডিজাইনার লেহেঙ্গায় তিতিন হাসিমুখে অথিতি অ্যাপায়ন করছে। আভিজাত্যের ছোঁয়া যেনো উপচে পরছে।

সকলে সুমিতেশকে খুঁজছে। সদ্য কেনা সিডানটা পার্ক করে, গৃহহীন বাবা মাকে ২০০ স্কোয়ার ফুটের সার্ভেন্ট রুমে গ্যারেজ করে সুমিতেশে স্বর্গোদ্যানের দিকে পা বাড়ালো।

ইয়াদ ফরিয়াদ
সেখ আমিনুর রহমান

বিদায় বেলায় ঝাপসা চোখে
স্মৃতিটাকে আগলে বুকে
ভাবছি একা আপন মনে;
আজকে মোরা ছিলাম সবাই
কালকে আবার কে-বা কোথায়
হারিয়ে যাবো চেনা অচেনা ভিড়ে।

আবার কবে পাবো সবারে
শান্তিবার্তা তাই তোমারে
এই মিনতি করজোড়ে
ফিরিয়ে এনো এ-দিনটিরে
মোদের মাঝে বারে বারে।

তোমার হাতখানি ধরে
শৈশবের স্মৃতি খাতার
পাতাগুলি নেড়ে চেড়ে
মন চাই দেখি শতবার।

মনে বড় সাধ - হে করুণাময়,
রাখো বাঁচিয়ে সেদিনের তরে,
যবে সাদা দাড়ি, সাদা চুলে
স্মৃতি হবে গোলমেলে
তবু, শান্তিবার্তার যৌবন বৃক্ষতলে -
আবার মিলিত হবো একবার।

কিছু মনে থাক বা থাক,
ধুলো মাখা স্মৃতির খাতা খানি
ভুলবো না মোরা কেউ আনতে,
যা আগলে রেখেছি মোরা
স - যতনে মনের মাঝেতে।।

প্রেমের মানে
ডা: মুজিবর রহমান

প্রেম মানে, তোমার কথা
শুধু ভাবতে থাকা।
প্রেম মানে, কলেজ ফাঁকি
সিনেমা দেখতে যাওয়া।
প্রেম মানে ,পড়াশোনার
জলাঞ্জলি দেওয়া।
প্রেম মানে, নরম ছোয়া
উষ্ণ আভা লাগা
প্রেম মানে, স্বপ্ন রাজ্যে
বিচরণ করা।
প্রেম মানে, ভালো পোশাক
হ্যান্ডু হয়ে থাকা।
প্রেম মানে, পার্কে বসে
বাদাম ভাজা খাওয়া।
প্রেম মানে, টাকা খরচ
উপহার দেওয়া।
প্রেম মানে, কিছুই না
সময় নষ্ট করা।

তুমি এসো
আলপনা বিশ্বাস বসু

ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ এক অন্ধকার
যার এক নাম অরজাকতা
যখন রাজার ধর্ম ন্যায় নীতি
দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধুঁকে ধুঁকে শয্যাশায়ী
মৃত প্রায় দুর্বোধ্য জন চেতনা
ভেসে ওঠে যন্ত্রণা ক্লিষ্ট আর্ত অসহায় সভ্যতা
পৈশাচিক উন্মাদ মানবতা।

এ সময়ে রাজকোষ অবিন্যস্ত
বেসামাল সাধুজন, দ্বারী ও রক্ষক
আলুথালু রমনী হয় ভোগ্যা সকলের
রাজ্যপাট শাসন লক্ষভ্রষ্ট উদ্‌ ভ্রান্ত

গল্পটার নাম দিয়েছি তখন -
রক্ষখই ভক্ষক হয় যখন।
ঘরে ঘরে প্রদীপের আলো
কে যেন নিভিয়ে দেয় এসে
উত্তপ্ত আগুন - পথে মরে সেই শিশু
অনাদর অবহেলা অভুক্ত আদুল।

শিশু আর শৈশব সমান পণ্য যে আজ
এবার কি মাথায় পড়েছে ভেঙে বাজ?
নি:শব্দ এই কান্নার রাতে নেমে এসো -
নেমে এসো অগ্নিশিখা আঁধারের যিশু
হাসি নিয়ে সপ্রাণ ফুলেদের মতো
সুরভিত হোক ওই জীর্ণপ্রাণি শশু।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম
বিপ্লব দে

বিশ্বাসধর্ম বড় না মানুষ বড়
এই প্রশ্ন আজও ওঠে।
বিজ্ঞান নিয়ে বড়াই করো
ধর্ম ভাগ্যে জোটে।

সবার উপর মানব সত্য
এই আওয়াজই সত্যসার।
আধ্যাত্মিতকতার ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্ব
মানান পরে মঙ্গল সবাকার।

বিশ্বটাকে টিকিয়ে রাখতে
মানবতাই লাগবে ভাই,
অস্তিত্বের সংকট রুখতে
মানব ধর্মের জবাব নাই।

জননী
ডা: মুজিবর রহমান

তোমার ভালোবাসা
পেয়ে
বড় হলাম আমি।
জীবন ধন্য আমার
তোমার স্নেহ পেয়ে।
শুনেছি বেহেস্ত আছে
মায়ের পায়ের তলে।
মনে হয় আমি
পেয়েছি সে বেহেস্ত।
বলার আগে জেনে যাও
কি হয়েছে আমার।
বলার আগে বুঝে যাও
কি চায় আমার।
কত কষ্ট করো তুমি
মোদের সুখের লাগি।
কতো চিন্তা কর তুমি
মোদের ভবিষ্যত লাগি
তোমার সহ্য ক্ষমতা

মা

মুজফফর হোসেন

অফিস থেকে বাসায় ফিরছে অতনু দে। আজ বাড়িতে বৌ বাচ্চা কেউ নেই। তাই ভাবলেন জমিয়ে লেখার কাজ করা যাবে। ওদের জন্যে কিছু তো ডিস্টার্ব হয়। তাছাড়া লেখা শুধু কি লেখা! ভাবনা যদি হীরক হয়, লেখা তবে ব্রোঞ্জ। তার জন্যে একটি উপযুক্ত পরিবেশ চাই। অফিসের গাড়িতে করে ফিরতে ফিরতে আজ তার মায়ের কথা মনে পড়ে। কতো কষ্ট করে মা তাদের মানুষ করেছেন। অতনু আজ ডব্লিউ বিসিএস অফিসার, আর তার দিদি একটি নিগমের আপার ডিভিসন ক্লার্ক। বাবা যখন মারা যান, মা সংসারসমুদ্রে ভেসে যাননি। বরং অফিসে দৌড়ঝাপ করে বাবার চাকরি আদায় করেন, তরী হয়ে তাদের বাঁচান। তার মা কোথা হতে এত শক্তি পেয়েছিলেন কেজানে? বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় এসি গাড়ির কাচ অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেলো। হটাৎ স্ত্রীর ফোনে ভাব কাটলো। তিনি জানতে চাইছিলেন অতনুবাবু বাংলোয় ফিরেছেন কিনা।

বাংলোয় ফিরে আর্দালি পিয়ন এর চা খেয়ে অতনু জমিয়ে লেখা সবে শুরু করেছেন, এমন সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর ফোন। কাল একটি গ্রামে ভিজিটিং এ যেতে হবে। ডেঙ্গু, কলেরা বড্ড বেড়েছে। সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চায়। অতনু ফোন রেখে ভাবলো এই ভাবেই লেখা চালিয়ে যেতে হবে, কারন আলাদা করে সময় পাওয়া যাবে না। যদিও লেখার মান কিছুটা কমে গেলো। কারন, মনে পরবর্তী দিনের বিষয় ঢুকে যাওয়ায়, চিন্তাশীলতাযুক্ত মনন হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ততায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। তবুও অনেক রাত অবধি লেখালেখি করে, বৌ বাচ্চার খোঁজ নিয়ে নিদ্রা গেলেন অতনুবাবু।

পরদিন হঠাৎ করেই অতনুর মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেলো। দশ ঘটিকায় বাংলো থেকে অফিস পৌঁছেই অধস্তন কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে,কিছু কর্মী সমেত বাঁকুড়ার মহেশপুর গ্রামের পথে রওনা দিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে যা কিনা তার জন্মভূমি। এই গ্রামের সাথেই মিলেমিশে আছে তার কতো কথা, কতো সুখ, মায়ের স্মৃতি। আর সেখানেই কিনা পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব। সরকারি কাজ, কর্তব্য নয়, এ কাজ করে সে অশেষ সুখ লাভ করবে।

যাত্রাপথে কলিগদের সাথে নিজের গ্রাম সম্পর্কে অনেক কথা তিনি নিঃসংকোচে বলে গেলেন। অর্থাভাবে মা তাকে শাশপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতে পারেননি। যা তাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। মা নিজে কান্নায় ভেঙে পড়েননি, বরং মনে সংকল্প করেছিলেন যে ছেলেমেয়েদের তিনি অনেক বড় করবেন। বাস্তবিক তা হয়েওছে। এসবকথা বলতে বলতে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন তিনি। ভাবলেন একবার নিজের বাড়িটা ঘুরে আসবেন। যা বর্তমানে সরকারী গ্রামীণ লাইব্রেরী।

গ্রামে পৌঁছে অতনুবাবু ডেঙ্গু, কলেরা মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করলেন। সরকারি কর্মীরা মানুষকে সচেতন করলেন। এলাকাজুড়ে স্প্রে করা হলো, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হলো। কয়েকটি পানাযুক্ত পুকুর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আরও কিছু কাজ সেরে অতনুবাবু গ্রামের পুরনো বন্ধুদের সাথে গল্পে মাতলেন। যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন তিনি। এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সারলেন। বেরোবার সময় বন্ধুর ছেলের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। অবশেষে কলিগদের নিয়ে নিজের বাড়ির পথে পা বাড়ালেন অতনুবাবু।

মহেশপুর গ্রামীণ লাইব্রেরী। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, অথচ তার কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারন এই বাড়িতেই তার ছোটবেলা কেটেছে। নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে কর্মীদের সাথে কথা বললেন। পার্মানেন্ট কর্মী নেই, কনট্রাকচুয়াল কর্মী দিয়েই কাজ চলছে শুনে, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন অতনুবাবু। বাড়ি সংস্কার হয়েছে কিন্তু মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় নি। অতনুবাবু বাড়ির থামগুলির দিকে তাকিয়ে ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। মনে পড়ল মা, বাবাকে। কত হাসি, কত দুঃখ, কত বেদনা, দিদির সাথে খেলা সব যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠলো। থরে থরে সাজানো বইগুলি যেন স্মৃতির সিঁড়ি। বাবার ব্যবহৃত কলম, মায়ের চশমা কাচের বক্সে সযত্নে রাখা আছে। আর কিছু পুরনো চিঠিপত্র। হঠাৎ একটি চিঠির দিকে নজর গেল। প্রেরক শাশপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল। ভাবলেন এটাই সেই টার্মিনেট সংক্রান্ত চিঠি, ফিস্ দিতে না পারায় যে স্কুলে তার পড়া হয়নি। দেখবার ইচ্ছা হওয়ায়, লাইব্রেরীর এক কর্মী কাচের বক্সের তালা খুলে দিলেন।চিঠি হাতে তুলে দেখলেন লেখা আছে -- -- -- -- প্রিয় অভিভাবিকা --- - আপনাকে-

দুঃখের সংঙ্গে জানাইতেছি যে আপনার সন্তানটি মানসিক প্রতিবন্ধী। বহু চেষ্টা করিয়াও উহাকে শিক্ষা দিতে পরিতেছি না। প্রতি বিষয়েই পিছাইয়া পড়িতেছে। স্কুল পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কার করা হইল। আপনি উহাকে স্পেশাল স্কুলে অ্যাডমিশন করান। আমরা উহাকে শিক্ষা দিতে অপারগ। এজন্য আমরা একান্ত দুঃখিত। -- -- -- -- -- ইতি -- শ্রী মদনমোহন মন্ডল। প্রিন্সিপ্যাল। শাশপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তাং ২৪/৯/১৯৮৩।

চিঠি হাত থেকে পড়ে গেল অতনুবাবুর। দুচোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। অতিশয় করুন রোদনে গলা বুজে এলো তার। মা কখনো একথা বলেননি। পাছে সে কষ্ট পায়, তিনি নিজে বুকে চেপে রাখেন সে বেদনা। সন্তানকে বড় করতে, মানুষের মতো মানুষ করতে অনেকেই চেষ্টা করেন, কিন্তু এত বড় অনমনীয় সংকল্প কজন করেন। মায়েরাই শিশুদের প্রথম ও প্রকৃত শিক্ষক।

সহেনা যাতনা

মুজফফর হোসেন

ইংরেজি 'X' letter-টি alphabet-র সবচেয়ে গোলমেলে শব্দ। কতোজনের সঙ্গে যে তার বৈরীতা আর কতোজনের সঙ্গে সখ্যতা, বোঝা দায়। সেই বাল্যকাল থেকে এই 'এক্স' শব্দ আমায় বিপদে ফেলেছে। কখনো সে আমার বাবার বয়স, কখনো আমার, আবার কখনো সে শ্রমিকের সংখ্যা। অবাক কান্ড! 'ধরা যাক' মানেই ঐ এক্স, আর এক্স মানেই যাকে খুশি ধরা যায়।এই সব ধরে ধরে যখন সবে রপ্ত হয়েছি, আর ইস্কুলের গন্ডি ছেড়ে কলেজ পৌঁছেছি অমনি দেখি এক্স-র বিপরীত রূপ। গত শতকের সেই সাতের দশক ছিল অনেক বেশি 'ফিসফিস'-র যুগ। প্রেমও যেমন সোচ্চার ছিলনা, বিচ্ছেদ আরো বেশি অনুচ্চার; তাই অনেক বেশি ফিসফাস-র সময়ে প্রায়ই শুনেছি এ অমুকের এক্স, ও তমুকের এক্স। কেউ সঠীক ব্যাখ্যা না করলেও বুঝে গিয়েছি এই এক্স ধরা নয়, ছাড়া। বাপরে কী গোলমেলে এই এক্স।

আমাদের সময়, মানে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, পাড়ায় পাড়ায় পা-দিয়ে-চালানো সেলাইয়ের কল নিয়ে দর্জির দোকানের ছিল বেশ ঘনঘটা। তাঁরা পাশবালিশের ওয়াড় থেকে তখনকার হাল ফ্যাশানের বেল-বটম প্যান্ট (তাকে এখন সভ্য ভাষায় ট্রাউজার বলে) সবকিছু বানাতেই পটু ছিলেন। জনান্তিকে জানাই, আসলে দুটো পাশবালিশের খোল পাশাপাশি কায়দা করে জুড়ে দিয়েই আমার বেল-বটম প্যান্ট বানিয়ে দিতো রমেনকাকু, ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের মতো তিনি ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি টেলর। পুজোয় এইসব দর্জির দোকানগুলোর বাইরেও সেলাইকল দিয়ে নতুন লোককে কাজে লাগানো হতো; পুজোর একমাস আগেই অর্ডার নেওয়া বন্ধ। তাই মাস দুয়েক আগেই, যেদিন আমাদের ভাই-বোনদের পোষাকের উপযুক্ত কাপড় কেনা হচ্ছে, সেদিন থেকেই আমাদের পুজোর আনন্দ শুরু হয়ে যেতো। সেই আনন্দে প্রায়শই শোকের বান ডাকতো, যখন একশো বার তাগাদা দেবার পর রমেনকাকু বাবার হাত দিয়ে পঞ্চমীর সন্ধ্যেয় যেসব শার্ট-প্যান্ট পাঠালেন, তার সবই কেমন অদ্ভুত; আমার প্যান্টে ভায়ের ঝুল, হাই-র মাপও বদল হয়েছে। কেউই স্বচ্ছন্দে আমাদের প্যান্ট পরতে পারছিনা; শার্টেও তেমনই অদ্ভুত সব মাপের অদলবদল। অসুবিধে হলেও আমরা বলছি ঠিকই আছে, ভয় যদি এটাও ফস্কে যায়! এইসব রমেন কাকুরা হতেন বাবা-কাকু-জ্যেঠুদের বন্ধু, তাই ভুলচুক হলেও কিছু বলা যেতো না। মা দেখতাম গজগজ করে প্রায় মনে মনে অসন্তোস প্রকাশ করছেন,

আর বাবা বলতেন, আরে দ্যাখো, ঐতো ওরা বেশ ভালোই বলছে! যাহোক, এই সমস্যা নিশ্চিত ছিল এই তামাম বঙ্গের সমস্যা। তাই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে বোঝা যাবে দর্জির দোকান এখন ভারতে বাঘের মতোই বিরল।তাই কালক্রমে এলো সংখ্যার যুগ।কোমর ছাব্বিশ কিম্বা পুট তিরিশের যুগ; মাপ কেমন অবলীলায় সংখ্যা হয়ে প্যান্ট- শার্টের গায়ে ঝুলে পড়লো। আমরাও সংখ্যা মিলিয়ে কিনে আনছিলাম। হঠাৎ বেমক্কা ধাক্কা দিল ঐ এক্স। ঝাঁ-চকচকে দোকান আমি সচরাচর এড়িয়ে চলি, তবে কে যেন নাচার আমায় টানতে টানতে অমন এক তীর- আঁকা এ্যারো- লেখা দোকানে নিয়ে গেলো (সেই যে, কোন এক সর্দারজি নাকি কখনো এ্যারোর পোষাক কিনতে পারেননি; ঐ এ্যারো দেখে সদাই তিনি পাশের দোকানে হাজির হতেন, যেখানে আদৌ কোনো পোষাকই পাওয়া যেতোনা, কী দুঃখ)। সেখানে সেই সেলস পার্সন ভীষণ গদগদ ভঙ্গীতে অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞাসিলেন, "আর ইউ এক্স-এল ওর ট্যুএক্স-এল?" আমি হতবাক! একটা টি-শার্ট কিম্বা পোলো শার্ট (যাকে আমি চিরকাল মূর্খের মতো গেঞ্জিই বলি) কিনবো, সেখানেও এক্স-রগেরো!

তারপর থেকে আমি সাবধানে চলি। খেয়াল করে দেখেছি ex- দিয়ে যতো শব্দ ছিল, তারা প্রায়ই ই-র হাত ছেড়ে স্বাধীন হয়ে চলেছে। তাতে অবশ্য ই-র দুঃখের কোনো কারণ নেই। এই কম্পিউটার সর্বস্ব দুনিয়ায় ই-র এখন বেশ চাহিদা বেড়েছে; ইদানিং আই-র চাহিদাও ঊর্ধমূখী। তবে ই-কে ছেড়ে এক্স-র বাড়বাড়ন্ত যেন বেশি চোখে পড়ে; কাগজে, হোর্ডিঙে প্রায়ই দেখছি Xposition কিম্বা Xpression, এমনকি আমার প্রিয় M Hohner-র সাম্প্রতিক মনোলোভা মডেলটির নাম রেখেছে Xpression! চলচ্ছবিতে কোন পুরাকাল থেকে একটা, দুটো, কি তিনটে এক্স লাগিয়ে নিষিদ্ধ ছবির চাহিদা উস্কে দেওয়া হতো। এমনকি সুরাকালে পৌঁছেও তিন- এক্স রামের দেখা পেয়েছি। এখন দেখছি নাচা-গানাতেও এক্স-র কায়েমী আগ্রাসন; XXV, X-Factor, Xtortion এমন কতো কি! কি কান্ড চলেছে দুনিয়া জুড়ে! আর আমরা কিনা শুধু এক্স- রে চিনেছিলাম হাড়ে- হাড়ে। তবে শেষ বোমাটি ফাটালেন এলন মাস্ক। সেদিন কাগজে খুলে দেখি তিনি নাকি ট্যুইটারকে খেয়ে ফেলেছেন, "Elon Musk reveals new X-logo replacing Twitter's blue bird," ভাবুন একবার, সেই চমৎকার ছোট্ট উড়ন্ত নীল পাখিটার বদলে এখন এক আলপ্পেয়ে X; সহেনা যাতনা।

হাওয়া মহল

মইদুল ইসলাম

২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষেরদিকে ৯দিনের জন্য রাজস্থান ঘুরতে গিয়েছিলাম আমাদের বিভাগ থেকে। নিজের চোখে না দেখলে মিসকরতাম রাজাদের ভূমি রাজস্থানের অপরূপ সৌন্দর্য। রাজস্থান একসময় রাজপুত রাজাদের ঘাঁটি ছিল। জয়পুর, যোধপুর আর জয়সলমেরের এই তিন শহর ঘুরে ছিলাম । ঘুরে দেখেছিলাম একাধিক দুর্গ ও কেল্লা। সেগুলি যেন রাজস্থানের সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। আজকে হাওয়া মহল নিয়ে লেখার সাধ হলো, যেটা অবস্থিত গোলাপী শহর জয়পুরে। যোদ্ধা ও জ্যোতির্বিদ মহারাজা জয়সিংস দ্বিতীয় ১৭২৭ সালে তাঁর রাজধানী আমের থেকে সমতলভূমি জয়পুরে সরিয়ে নিয়ে আসেন।বিদ্যাধর ভট্টাচার্য নামের একজন বাঙ্গালী স্থপতি জয়পুর শহরের ডিজাইন তৈরী করেন প্রচীন হিন্দু স্থাপত্য ও শিল্প-শাস্ত্রের অবলম্বনে। তাঁর স্থাপত্য বিদ্যার বলে নগর প্রাসাদ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম পাথরের মানমন্দির নির্মিত হয় । এটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন পরিকল্পিত নগরী । ১৮৭৬ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং রানী ভিক্টোরিয়া একটি সফরে ভারত সফর করেন।

গোলাপীকে আতিথেয়তার রঙ বিবেচনা করে জয়পুরের মহারাজা রাম সিং পুরো শহরের বাড়িঘর গোলাপী রং করে অতিথিদের স্বাগত জানান।হাওয়া মহল, জয়পুর শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রম উদ্রেককারী স্থান। এটি "প্যালেস অফ উইন্ডস" নামেও পরিচিত, কারণ এটিকে শীতল রাখতে জানালাগুলি হাওয়া-চলাচলের উপযুক্ত। প্রাসাদটিতে ৯৫৩টি পাথর খোদিত জানালা রয়েছে। প্রাসাদটির উচ্চতা ১৫ মিটার (৫০ ফুট)। ১৭৯৯ সালে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিংহ হাওয়া মহল নির্মাণ করেছিলেন যার স্থপতি ছিলেন লাল চাঁদ উস্তাদ । আগেকার দিনে, রাজপরিবারের মেয়েদের সর্বজনের সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না। রাজ পরিবারের মেয়েরা যাতে নিকটবর্তী অঞ্চল , রাস্তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং বিশেষ করে উৎসব অনুষ্ঠান দেখতে পরে অথচ অন্যরা তাদের দেখতে না পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাসাদটি একটি বিশাল ভবনের সম্প্রসারিত অংশ। পাথরের পর্দা, ছোট কাঁচ লাগানো পাল্লা এবং খিলানাকার ছাদ এই জনপ্রিয় পর্যটন প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য। জয়পুরের অন্যান্য ভবনের ন্যায়, এই রাজপ্রাসাদটিও গোলাপী ও লাল বর্ণের পাথর দ্বারা নির্মিত। হাওয়া মহলের সম্মুখভাগ দেখে মনে হয় যেন এটি কেবল একটি ফ্রেম এবং এর পিছনে কিছুই নেই। উপরের তিনটি তলা কেবলমাত্র একটি করে কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাসাদটির গোড়ায় দুটি আঙ্গিনা রয়েছে। প্রাসাদের সম্মুখভাগ কুলুঙ্গি, কলস এবং বেলেপাথরে গম্বুজ সজ্জিত । উপরের স্মৃতিস্তম্ভটির আকৃতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুকুটের অনুরূপ। প্রাসাদটি কেবল বাইরে থেকেই আকর্ষণীয় দেখায়। অভ্যন্তরীণ বিভাগটিতে কোন কারুকাজ নেই। কক্ষগুলি খুবই সাধারণ এবং স্মৃতিস্তম্ভটির উপরের অংশে পৌঁছানোর জন্য স্তম্ভ রয়েছে। প্রাসাদটিতে পিছনের দিক দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, সামনের দিক থেকে নয়। প্রাসাদটিতে রঙ্গিন কাঁচ দেওয়া অনেকগুলো ঘর, ছাদ এবং আর্চ রয়েছে । এছাড়া এখানে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর আছে। দূর থেকে এটিকে গলার হারের মতো দেখায়। হাওয়া মহল এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও কক্ষগুলো ঠান্ডা থাকে ।এটি একটি অসাধারণ মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নিদর্শন।

ভারত থেকে ব্রিটেন:-এক আশ্চর্য সাংস্কৃতিক অভিঘাত

মিতা বল

ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে ব্রিটেন নিবাসী
(ভাষাসহযোগিতায় - ডা: পারমিতা রায়)

এখানে, ব্রিটেন এ ঘর বাড়ির গঠন ভারতের থেকে অনেকটাই অন্যরকম।ঠান্ডা বরফ এর দেশ বলে ছাদ গুলো ঢালু- জমা বরফ পরিষ্কার করার সুবিধার্থে - অনেকেই আমরা ভাবতে পারি যে গরীব এর দেশে এরকম থাকে।ঐতিহ্যবাহী ইংরেজদের ঘরবাড়ি তে সিলিং ফ্যান বা AC লাগানোর ব্যবস্থা নেই - দরকার পড়েনি। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পাল্টেছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ এর খপ্পরে পড়ে - যে ব্যবস্থাপনা কল্পনাতীত ছিলো, নতুন করে সেসবের বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

এদেশে পদাতিক যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পান। যে রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল নেই-সেই রাস্তায় সমস্ত গাড়ি বা যানবাহন শৃঙ্খলিত ভাবে দাঁড়িয়ে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করে পদচারীদের রাস্তা পার হওয়ার জন্য। তারপর অগ্রাধিকার পান সাইকেল চালকরা। তারপর যথাক্রমে গণপরিবহণ এবং ব্যক্তিগত যানবাহন।

সব রাস্তায় পদযাত্রী দের চলার অনুমতি নেই।এমন অনেক রাস্তা আছে যেখানে পায়ে চলার আলাদা পথ নেই- সেখানে পদযাত্রী রা চলার অনুমতি পান না। এমন ই এদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা, সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বোধও বটে।

আরও একটা ব্যাপার না বলেই পারছিনা- এটা ভারত বর্ষের নাগরিক হিসেবে আমাকে বেশ চমৎকৃত করেছে যে- এখানে বেশিরভাগ অট্টালিকাই সহজভাবে যাতায়াতের নকশায় তৈরি; অর্থাৎ, শারীরিকভাবে দুর্বল বা বিশেষভাবে সক্ষম কোন মানুষও যাতে এর সর্বোচ্চ তলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন।

ভারত বর্ষে আমরা বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে- ব্যস্ত মূহুর্তে বাসেওঠা বা নামা একটি রীতিমত শারীরিক কসরতের ব্যাপার।এই ধারণাটাও আমার ধাক্কা খেয়েছে এখানে এসে। ভারতের মতো এখানেও বাসের একটিই দরজা,কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য।যারা নামবেন,তাদের সকল কে আগে নামতে দিতে হয় এবং ধৈর্য্য ধরে লাইন এ অপেক্ষা করতে হয়।শেষ যাত্রীটি নেমে যাওয়ার পরেই একমাত্র লাইনের প্রথম যাত্রী ওঠার সুযোগ পান।বাসে উঠতে হয় টিকিট কেটে ('পরে দিচ্ছি দাদা' বলে চোখ বুজে ঢুলতে শুরু করার কোনোরকম অবকাশই নেই)।

অবশ্য টিকিট এর বদলে মান্থলি থাকলে সেটাও দেখানো যেতে পারে,তবে,ওই ওঠার সময়েই,পরে নয়।স্ক্যানার মেশিনে মান্থলি পরীক্ষা করে তবেই ওঠার সুযোগ হয়।আর একটি নিয়ম মানার জন্য এখানে করোনা ভাইরাস এর দরকার পড়েনা- যতো গুলো আসন,সর্বোচ্চ ততোজন যাত্রীকেই উঠতে দেওয়া হয়।আসন ভর্তি হয়ে গেলে পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

রাস্তায় চলতে চলতে ভারতে আমরা মাথা হেঁট করে চলতে বাধ্য হই পথ-কুকুর দের কল্যাণে। এখানে এসে আমার সেই অভ্যেস পাল্টে গেছে; তার কারণ, সংযুক্ত ব্রিটেন খুবই পোষ্য প্রিয় দেশ এবং পোষ্য দের নিয়ে সর্বত্র যাতায়াত করার অধিকার দিলেও (আমেরিকা এই ব্যাপারে কিন্তু বেশ কড়া) রাস্তা ঘাটে কুকুরের মলত্যাগের ব্যাপারটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।ভুল করে ঘটে গেলেও সেই বিষ্ঠা কুকুরের মালিক কে স্বহস্তে পরিষ্কার করতে হয় (এর জন্যেও পাহারাদার আছে)।

গাড়ি ঘোড়ার লাইসেন্স এখানে দেশ ভিত্তিক,ভারতের মতো রাজ্যভিত্তিক নয়। এর ফলে দেশের একপ্রান্তে গাড়ি কেনা হয়ে থাকলেও সেই গাড়ি নিয়ে অনায়াসে অনেক রাজ্য বিনাবাধায় পার করে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া যায়। গাড়ির সামনের নাম্বার প্লেট সাদা এবং পেছনের টা হলুদ হয়,যাতে সূর্যের আলো পড়ে পেছনের চালকের চোখ ধাঁধিয়ে না যায়।

দেশের মতো এখানেও প্রচুর ভিক্ষুক বা গৃহহীন মানুষ আছেন,যারা বেশিরভাগ ই কোন না কোনও সময়ে ঘুরপথে অন্যায় ভাবে এদেশে এসেছিলেন,এখন গৃহহীন,পরিচয়হীন। দেশের মতো 'কাজের দিদি', 'লাইট এর লোক' , 'ছুতোর মিস্ত্রি' , 'গ্যাস সারাই ওয়ালা' - পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেই পাওয়া যায়না।রীতিমতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় তাঁদের সময়মতো নিজের সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করতে হয় এবং যথাযোগ্য মূল্য তো অবধারিত। সব ট্রেন বৈদ্যুতিক এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।ভারতীয় হিসেবে যেটা সবচেয়ে চমৎকৃত করেছে আমাকে,তা হলো,প্রত্যেকটি ট্রেন কাঁটায়কাঁটায় সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছায় (অতএব 'ট্রেন লেট ছিলো sir, তাই দেরি হয়েছে' বলার কোনো অবকাশ নেই)। ট্রেনেও বাস এর মতন একই ভাবে শৃঙ্খলা মেনে আগে নামতে দেওয়া তারপরওঠা।

এখানে কোনো cash on delivery-র নিয়ম নেই। সব ক্ষেত্রেই 'আগে ফেলো কড়ি মাখো তেল',অর্থাৎ,আগে টাকা তারপর পরিষেবা- তা সে বিকিকিনিই হোক অথবা ডাক্তারি পরামর্শ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সংযুক্তব্রিটেন এর মতো উন্নত দেশের পার্থক্য কোথায় জানেন?-এরা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এই ২টো কে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রাখে অন্য সবকিছুর তুলনায়। তার কয়েকটা নিদর্শন দিই- ৫বছর বয়সের পর থেকেই সমস্ত শিশুর বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়। তাদের চিকিৎসা খরচ এবং গ্রন্থাগারের খরচও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।এই বাবদ অভিভাবক এর বেতন থেকে একটা অংশ কেটে নেওয়া হয় যা থেকে রাষ্ট্র এই খরচ সামাল দেয়।কিছু কিছু অসুখ,যেমন- থাইরয়েড এর অসুখ,মধুমেহ,ক্যান্সার ইত্যাদির ওষুধপত্র সারাজীবন বিনামূল্যে দেওয়া হয় একটি অনুমতি পত্রের বিনিময়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন,একটি জাতির উন্নতির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হলো শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতা।আমরা এটিকে কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি জানিনা,তবে,ব্রিটিশরা পুরোদমে পেরেছে। এখানে খেলাধুলো এবং শারীরিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নানারকম আকর্ষণীয় খেলাধুলোয় শিশুদের উৎসাহিত করা হয়,যেমন, নৌকা চালানো, বরফ এর ওপর হকি খেলা, ম্যারাথন ইত্যাদি।

সৌজন্যবোধও এখানে খুব জরুরী একটা বিষয়। কিরকম একটু বলি, পথে চলতে চলতে একেবারে অচেনা কোনও মানুষ কে দেখেও স্মিত হেসে হাত নাড়ানো এখানে দস্তুর। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং- প্রত্যুত্তরে অভিবাদন ফিরিয়ে না দেওয়াটাই দুর্ব্যবহার।দোকান থেকে জিনিস কিনে বা বাস থেকে নামার সময় দোকানি বা বাস কন্ডাক্টর কে কোনওদিন হাত নেড়েছেন, বা ধন্যবাদ দিয়েছেন? বোধহয় না (কারণ 'টাকা তো আমি দিয়েই দিয়েছি'!)।কিন্তু ব্রিটেনে আসার কথা ভাবছেন কি? তাহলে ভাই এই অভ্যেস টা পাল্টাতেই হবে। কারণ তা না হলে আপনি এখানকার প্রায় সকলেরই বিরাগভাজন হবেন।আর হ্যাঁ,একটা কথা বলে শেষ করছি-উন্মুক্ত জায়গায় ,যেমন পথে ঘাটে,বাসে ট্রেনে আবেগের বহিঃপ্রকাশ কে এরা খুব একটা moral পুলিশের চোখে দেখেন না,তবে, সবটাই মার্জিত এবং সীমার মধ্যে-উদ্দাম নয়। এই হলো আমার আপাতত বছর দুয়েকের ব্রিটেন বাসেরসম্যক অভিজ্ঞতা।

জানিনা কতটুকু বোঝাতে পারলাম,তবে, ভারত বর্ষের মাটিতে আজন্ম লালিত আমি এখানে এসে প্রথমে যে একটু ধাক্কা খাইনি তা নয়- তবে এদের যেটুকু ভালো, সেটুকু তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। তবু শেষে একটা কথা বলতেই হয়- "ও আমার দেশের মাটি,তোমার পরে ঠেকাই মাথা"।

ডাক্তারবাবুর কলমে
কিছু কুরআন ও হাদীস কথা এবং বিজ্ঞান

ডা: আব্দুস শামীম

"ইকরা" - "পড়ো"
এই শব্দ দিয়ে কুরআন নাজিল শুরু হয়েছিল

Al-'Alaq 96:1-5
"পাঠ করুন আপনার পালন কর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে একটি জার্ম-কোষ থেকে। পাঠকরুন, আপনার পালন কর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। "সুতরাং, আমাদেরও কুরআন মানে বুঝেই পড়া উচিৎ,কুরআন শুধু পুণ্য অর্জন করার কিতাব নয়, মর্মার্থ উদ্ধার না করলে পরীক্ষায় (কাল-কিয়ামত) পাশ করাও মুশকিল। অনেকেই আমরা মনে করি- আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআন পড়া মহাপাপ,অন্যায়;কিন্তু মানে না বুঝলে পড়া বা না পড়া ২টোই সমান বলেই মনে হয়।

আল ওয়াকিয়া77-80
"নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে (লওহে মাহফুজ- সংরক্ষিত আল্লাহর মহা কিতাব/লিখিত বই/সংরক্ষিত tablet), যারা *পাক পবিত্র,তারা ব্যতীত অন্য কেও এই কিতাব স্পর্শ করতে পারবে না। এটা বিশ্ব পালন কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ! "পাক পবিত্র বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে- ফেরেশতা (যারা আল্লাহর আলো দিয়ে তৈরী- সর্বদা পবিত্র, যাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে নেই, আল্লাহর হুকুম সর্বদা মেনে চলেন, যাদের খিদে/তৃষ্ণা পায়না, ঘুম/তন্দ্রা নেই); আসলে, আল্লাহ জ্বীন দের সৃষ্টি করেন লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে (জ্বীন দের খাওয়া,তৃষ্ণা আছে- হাদীস থেকে জানতে পারি;তাদের খাবার- গোবর ও হাঁড়) আর মানুষ কে মাটি থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; আমাদের আদি পিতা আদম (আ:) এর সন্তান আমরাও মাটি দিয়েই তৈরী; শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) কে আমরা অনেকেই বলি – তিনি নাকি নুর বা আলো দিয়ে তৈরী; তা কী করে সম্ভব? অনেক সময় কুরআন শরিফএ মহান আল্লাহ রাসূল (সা:) কে আলো উপমা দিয়েছেন; মহান আল্লাহ কুরআন শরিফ কেও

আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন- সত্য বা জ্ঞান কে তুলনা করেছেন, রাসূল (সা:) এর সংস্পর্শে বা কুরআন পড়ে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অগ্রসর হয়,মনের কালিম দূর হবে, সেজন্য আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে- তার মানে এই না যে- তিনি বা কুরআন শরীফআলো দিয়ে তৈরী- আমরা ভুল ব্যাখা করেছি।

Ar-Rahman 55:14
"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির ন্যায়।"

An-Nur 24:45
"আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।.."

Al-Furqan 25:54
"আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব হল প্রভূত ক্ষমতাবান।
"তাহলে,মহান আল্লাহ মানুষ কে মাটি ও জল দিয়ে তৈরি করেছেন,কুরআন শরিফে আল্লাহ কোথাও 'আলো' দিয়ে মানুষ তৈরির কথা বলেন নি,কোথাও নেই; মহান আল্লাহ উপমা হিসেবে আলো ব্যবহার করেছেন।

Ar-Rahman 55:15
"আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।"

মানুষ্য সৃষ্টির আগে সৃষ্ট জ্বীনরাও মানুষ দের মতো স্বাধীন-সংসার,জীবন ,ইচ্ছে-অনিচ্ছা ইত্যাদি বিদ্যমান। কিন্তু এদের বিচরণ ক্ষেত্র সপ্ত আসমান (আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ) উপরেও যেমন (যে কারণে ইবলিশ, শয়তান হওয়ার পূর্বে ফেরেশতা দের সর্দার ছিল,আদম (আ:) কে সিজদা না করার কারণে তাঁকে অভিসম্পাত করা হয়েছে- অবাধ্য হওয়ায় সে শয়তান হয়েছে) তেমনি এই পৃথিবীতেও।তাই জ্বীন জাতির চলাফেরা কিছুটা হলেও আলোরগতিবেগের মতো- আল্লাহ ভালো জানেন।

An-Naml 27:38-40
সুলাইমান বলল, 'হে পারিষদবর্গ, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (সাবা রাণী-বিলকিস) সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে'?

An-Naml 27:39
"এক শক্তিশালী জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।"

An-Naml 27:40
"যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব'। অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল,..."
বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর THEORY OF RELATIVITY মতে – কোন কিছু আলোর গতিবেগে চলাফেরা করলে 'সময়' তার জন্য স্থির,মানুষের সাপেক্ষে সেই সময় গণনা করা মুশকিল। এখানেই স্পষ্ট,জ্বীন দের চলাফেরা আলোর গতিবেগের সমান বা কাছাকাছি; আল্লাহ মালুম।
তাদের অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে- তারা অন্য বিশ্বে চলাফেরা করে,তারা পৃথিবীস্থিত wormwhole দিয়েও চলাফেরা করতে পারে- আমরা জানিনা,বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি মানে এই না যে সেসবের অস্তিত্ব নেই; তবে আল্লাহ ভালো জানেন অবশ্যই।

আর,আল্লাহু রাব্বুল আলআমীন,কিছু দায়িত্ববান ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন- জিব্রিল (আ:),যার ডানা সংখ্যা ৬০০!যার সঙ্গে আল্লাহর নবী (সা:) রাত্রি ভ্রমণ করেছেন -সাত আসমান ওপরে আল্লাহর সঙ্গে (আল্লাহ আলোর পর্দার আড়ালে ছিলেন সেই সময়)করেছেন। নবীজী (সা:) মক্কা থেকে জেরুজালেম গেছিলেন বুরাকে (মানে-বিদ্যুৎ ঝলক) চেপে,মাসের পথ কয়েক মুহূর্তে;আলোর বেগে সম্ভব। জেরুজালেম থেকে ঊর্ধ্বগগণ যাত্রা শুরু হয়েছিল হযরত জিবরাইল (আ:) এর সঙ্গে (বুরাক জেরুজালেমে ছিল);ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে (ব্ল্যাকহোল এর বর্ণনা কুরআনে এসেছে)। আগের অনেক নবী (pbuthem) গণের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে। জান্নাত,জাহান্নাম (ভবিষ্যৎ ভ্রমণ- জিব্রাইল আ: এর সঙ্গে) পরিশেষে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন (নবীজী সা: একাই ছিলেন এইসময়)।

তারপর পৃথিবীতে ফিরে এসে, আবার জেরুজালেম থেকে বুরাকে চেপে মক্কা ফেরেন; পুরো ব্যাপারটা ঘটে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। যেখানে ,সেই সময় মক্কা থেকে জেরুজালেম ছিল মাস খানেকের পথ।
আবার-মৃত্যুর ফেরেশতা সারাদিনে ১.৫ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করেন-কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে।মহান আল্লাহ আমাদের থেকে এমন দূরত্বে রয়েছেন- যাতে আমরা বাঁচতে পারি,তাই উনার সাম্রাজ্য চালনা করার জন্য উনি উনার আলো দিয়ে তৈরি করেছেনফেরেশতা,এনারা আমাদের এই বিশ্বের আলোর তৈরী না,আল্লাহর নূর/আলো দিয়ে তৈরী- স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের এই বিশ্বের আলোর সমান বা তার চেয়ে বেশী গতি (আল্লাহ মালুম)।

Al-Mulk 67:5
"আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ (তারাখসা) করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।"

দৈহিক কাঠামো কুরআন স্পর্শ করার কথা বলা হয়নি- আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন- যে নাপাক অবস্থায় বা উজু না করলে কুরআন পড়া তো দূরের কথা,স্পর্শও করা যায়না; কিন্তু, আপনি চিন্তা করুন,কতো অমুসলিম বিজ্ঞানীগণ নাপাক বা উজু তে বিশ্বাসই রাখেন না, আর তাছাড়া,আমরা সাধারণ মানুষ কি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে পারব না??? অবশ্যই পারবো।
তাহলে কি কুরআন এর কথা মিথ্যে? আল্লাহ ক্ষমা করুন- আমরা এটার ভুল ব্যাখা করেছি। এটা শয়তান দের কথা বলেছেন মহান আল্লাহ- "লওহে মাহফুয" স্পর্শ করার কথা বলেছেন। হা,কুরআন পড়ার আগে পবিত্র হওয়া বা উজু করলে ভালো- কিন্তু না করলেপড়া বা স্পর্শ করা যাবেনা- এটা ভাবাও ঠিক না।
এখনও পর্যন্ত সাধারণ দৃশ্যমান আলোর গতিবেগ আমরা জানি,এর বাইরে আরও কতো আলো আছে বা তাদের কতো গতিবেগ- আমরা জানিনা;আল্লাহ মালুম।
মহান আল্লাহর পবিত্র সংরক্ষিত গ্রন্থ,সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থ- "লওহে মহফুজ" (যে গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ- সব কিছু লিখিত আছে) কে অপবিত্র শয়তান এর স্পর্শ (কারণ- শয়তান স্পর্শ করতে পারলে গ্রন্থের বয়ান পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে) থেকে রক্ষা করেছেন ।

সপ্ত আসমানএ আল্লাহ ফেরেশতা দের সঙ্গে কথা বলেন,সেই কথাও যেন শয়তান রা শুনতে না পারে,তার জন্যও আকাশ কে আল্লাহ সংরক্ষিত করেছেন শয়তান দের থেকে।
কারও মনে হতে পারে, 'লওহে মাহফুজ' এ যদি আগে থেকেই সব লিখিত থাকে,তাহলে পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে কেন আমাদের পাঠানো হলো?আগে থেকেই যদি সব ঠিক থাকে?
প্রশ্ন যৌক্তিক;আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন–তারও আগে আল্লাহ আরশ এবং কুরশি (আসন-সেটা কেমন;আল্লাহ মালুম) সৃষ্টি করেন;এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ জলের ওপর ভাসমান ছিলো।সেই কলম সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নথিবধ্য করেছেন,করে চলেছেন।

Hud 11:7
'আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম। আর তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে',.."
'দিন'-aayyam,যুগ হিসেবেও বিবেচ্য।
বিজ্ঞান বলে-ধরুন, ২টো আলাদামহাকাশ যান,যাদের মধ্যে প্রথম টার গতিবেগ আলোর কাছাকাছি- সেখানে সময় খুব ধীরগতিতে চলবে,দ্বিতীয় টি খুব ধীরগতিতে চলমান হলে-দ্বিতীয়টার সময় খুব দ্রুত অতিবাহিত হবে, কিন্তু তাদের মধ্যেকার মানুষের অনুভূতি আলাদা কিছু মনে হবে না,স্বাভাবিক বলেই মনে করবে। মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন,তিনি কিভাবে সবকিছু স্থাপন করেছেন,সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান..আমরা জানিনা।আল্লাহর আরশ কতো বড়?আরশের আর একটা অংশে,আল্লাহ যেখানে আছেন- সেটা কুরশি।
এগুলোর কতো গতিবেগ- আল্লাহ মালুম, সমস্ত বিশ্ব (এই সপ্ত আকাশ, তার নিচে সপ্ত জাহান্নম (বিশ্ব), আর এই সপ্ত আশমান/বিশ্বের ওপর 'সিদরাতুল মুনতাহর' ,তার ওপর আছে সাত জান্নাহ /বিশ্ব, তারও ওপরে আছে আল্লাহর আরশ এবং কুরশি।
বিজ্ঞান বলে- আলোর গতির চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারলেভবিষ্যৎ এ ভ্রমণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন- অতীতেযাওয়া একটু কঠিন যদিও। সুতরাং আল্লাহ সবকিছুর (প্রতিটা জিনিসের) অতীত,বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা- তাঁর অফুরন্তশক্তির কারণে,সেই জন্যই তিনি আল্লাহ-

Supreme,Almighty! উনি 'লওহে-মাহফুজ' এ লিখে রেখেছেন বলে সবকিছু সেগুলোই ঘটে চলছে,তা নয়- উনি সকলের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন উনার ক্ষমতা বলে- আমরা জন্মাবো কখন,কোথায় জন্মাবো,সঙ্গে কে থাকবে.. মৃত্যু কোথায়,কিভাবে হবে.. প্রতিটা পদক্ষেপ,সকলের,বিশ্বের সমস্ত কিছুর শুরু ও শেষ এবং তার যাত্রাপথের রূপরেখা.. মহান আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন,তার ক্ষমতা বলে,তাই তিনি আগে থেকেই লিখে রেখেছেন-তার সামনে স্থিত 'লওহে-মাহফুজ' এ সব প্রদর্শিত হচ্ছে।
আর পাশাপাশি আমাদের সমস্ত কাজকর্মও লিপিবদ্ধ হচ্ছে- Videography হচ্ছে-হাদিস মতে প্রত্যেক মানুষের জন্য ২জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন,যারা সর্বদা আমাদের কাজকর্ম লিপিবদ্ধ (videography) করছেন;বিচারের দিনে সেটাই আমাদের কে অমলনামা হিসেবে দেওয়া হবে – আমরা আমাদের অমলনামা (যেমন আমরাtab এ দেখি) এ সমস্ত কাজকর্মের video দেখতে পাবো,সঙ্গে সাখ্য দেবে আমাদের হাত,পা,চোখ.. সেসব দেখে আমরা নিজেরাই বুঝে যাবো আমাদের ভবিতব্য।

Al-Baqarah 2:110

“.. তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।”

Hud 11:123

“আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদাত কর.. আর তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে তোমার রব অজ্ঞাত নন।”

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলছেন-বিশ্বের সমস্ত কাজকর্ম প্রতি মুহুর্ত সংরক্ষিত হচ্ছে; বিজ্ঞানীরা এটাও দাবী করছেন- ব্লাকহোলে তথ্য প্রবেশ করছে,এবং সংরক্ষণ নীতি অনুসারে সেই তথ্য অন্য কোথাও যাচ্ছে; ব্লাকহোলের অন্যপ্রান্তে হোয়াইটহোল সংযুক্ত- যেখান দিয়ে তথ্য অন্য বিশ্বে সরবরাহ হচ্ছে। আল্লাহ মালুম।হাদিস মতে- বিশ্বের প্রথম আসমান/বিশ্ব যেখানে আমরা বাস করছি-সৌর পরিবার,আকাশগঙ্গা নখত্রপুঞ্জ (milkywaygalaxy), এবং ঝকঝকে রাতের আকাশে দেখা অগুনিত নখত্রপুঞ্জের সমাহার.. আমরা জানিনা কতো আছে-এটা সবচেয়ে নিচের আকাশ;এর ওপরের আকাশ এর চেয়ে কতো বড়?
-আমাদের এই প্রথম বিশ্ব/আসমান যদি আমাদের হাতের আঙুলের আংটি ধরি,ঠিক তার ওপরের বিশ্ব আংটির তুলনায় সাহারা মরুভূমি! কতো বড়-কল্পনাতীত।তার ওপরের বিশ্ব/আকাশ নিচের তুলনায় সাহারা মরুভূমিতে আংটির মতো.. এভাবে সাত বিশ্ব/আকাশ স্থাপিত। তাহলে কতো বড় এই সৃষ্টি। তার ওপর আছে সাতটি জান্নাত /বিশ্ব; আল্লাহ বলেছেন-একটি জান্নাত ভূমি

Aal-e-Imran 3:133

“আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”
এই সাত জান্নাত এর ওপর আছে আল্লাহর আরশ ও কুরসি! HowBig-কতো ভারী আল্লাহর আরশ,কতো শক্তিশালী মধ্যাকর্ষ ,সেখানে সময় কতো টা ধীর গতি তে অতিবাহিত হচ্ছে- আল্লাহর আরশ তার চারপাশের space-time কেকতোbend করছে;সেখানে আল্লাহর কাছে এই সময় দিন হিসেবেই পরিগণিত; আল্লাহর কাছে ৬দিন,আর মানুষের গণনায়?বিজ্ঞানীরা বলেন এই বিশ্বের বয়স-১৩.৮২ লক্ষ কোটি বছর!আমরা যদি ধরে নিই-আল্লাহর আরশ দিনকে ২৪ ঘন্টার হিসেবে,তাহলে আল্লাহর আরশে ১সেকেন্ড=আমাদের পার্থিব জীবনে তা ২৭,০০০ বছরের সমান-আল্লাহ ভালো জানেন আসলেই ব্যাপার টা কিরকম।তাই আল্লাহ কোন কিছু হও বললে মুহূর্তে তা ঘটে-যা আমাদের কাছে কয়েক হাজার বছরের সমান।বিজ্ঞানীরা বলেন-প্রায় ২,০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ (আদম আঃ) পদার্পন করেন;যা আল্লাহর আরশের সময়ের সাপেক্ষে মাত্র ১মিনিট ১৫ সেকেন্ড। সুতরাং,আমাদের গড় আয়ু ৭১ বছর ধরলে, সেটা আল্লাহর আরশের সময়ের সাপেক্ষে মাত্র ২.৭ মিলিসেকেন্ড।
যদিও মহান আল্লাহ সময়ের ঊর্ধ্বে! আর উনি আরশে থাকার সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় নিয়েছেন- না থাকলেও উনার কিছু এসে যাবেনা।তিনি চাইলে তার সময় কে এগিয়ে আনতে পারেন,পিছিয়েও নিয়ে যেতে পারেন- যা খুশি উনি করতে পারেন।মহান আল্লাহর গতিবেগের কোনো সীমা নেই-মহাশক্তিমান,supremepower!যার সমতুল্য কোনও কিছুই নেই!
তাহলে,জান্নাতের সময় আমাদের এই বিশ্বের চেয়ে অনেক ধীরগতি (আল্লাহ ভালো জানেন)-যে কারণে আল্লাহ বলেছেন অনন্তকাল জান্নাত ও জাহান্নাম এর বসবাস।

কোয়ান্টাম মেকানিক এন্টংলমেন্ট সূত্র মতে-তথ্য আলোর গতিবেগের চেয়েও বেশি দ্রুত যেতেপারে। ব্লাক- হোল ও হোয়াইটহোল এর স্টেমউল্টোদিক থেকে সংযুক্ত হলে wormwhole/Teleport তৈরী হতে পারে। কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরি তে তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীMariaSpiropulu-কোয়ান্টাম কম্পিউটারের (সাইকামোর) মাধ্যমে; সাধারণ কম্পিউটার যে কাজ করতে ১০,০০০ বছরে করতে পারে,সাইকামোর কম্পিউটার মাত্র ২০০ সেকেন্ডসে সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম।বিজ্ঞানী Spiropulu এই ওয়ার্মহোল দিয়ে শুধু তথ্যই না,material/পদার্থ কেও পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন এই কৃত্রিম টেলিপোর্ট/ওয়ার্মহোল দিয়ে। (Getsetflyscience-It happened!..)চলুন যাই- এই টেলিপোর্ট/ওয়ার্মহোল দিয়ে দাজ্জাল এর দীপে ঘুরে আসি;

> সহীহ মুসলিম-2942
"..তারপর তারা এক দ্বীপে এলেন.., .. আমরা এক বিশাল দৈত্যকার মানুষের দেখা পেলাম.."
১৪০০ বছর আগে নবী (সা:) এর সময় কোনও এক দ্বীপে আবদ্ধ দেখেন সাহাবি- তামিম আদ দারি (আ:)। নবী করিম (সা:) বলেন- মদিনার পূর্ব দিকে সেই দ্বীপ অবস্থিত।
বারমুডা ট্রায়াঙ্গল (পৃথিবীতে এরকম ১২ টি রহস্যময় দ্বীপের মধ্যে ১টি) মদিনার পূর্বে।

> তিরমিধি 2248
"..এক চোখওয়ালা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে মায়ের পেট থেকে.." -ভবিষ্যতের কথা বলা হচ্ছে। ঈশা (আ:) এর হাতে দাজ্জাল মারা যাবে।
২টো হাদিস বিপরীত কথা বলছে।কি করে সম্ভব? তাহলে একটা হাদিস কে ভুল প্রমাণিত হতে হয়।
অথচ,নবীজী (সা:) ২ টো হাদিসের কথাই বলেছেন- তাহলে ২টোই সঠিক হাদিস- আমরা ব্যাখা করতে পারছিনা!
কুরআন শরিফে আমরা ঘুমন্ত গুহা মানবের কথা শুনেছি-যে বিশ্বাসীগণ 309 বছর গুহায় ঘুমিয়ে তারা ভবিষ্যতে পৌছেছিল,সঙ্গে তাদের কুকুর ছিল-ঘুম থেকে উঠেও তাদের বয়স এক ই ছিল; কিভাবে সম্ভব?
Cryosleep(utube:BeyondtheLottetree) এরকম একটা অবস্থা,যেভাবে অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকা যায়,যেখানে সূর্যের আলো পৌছায়নি..এটা একটা অলৌকিক ঘটনা,এই বিশ্বের পদার্থ বিদ্যার সাধারণ বিজ্ঞান দিয়ে এটা ব্যাখা করা সম্ভব না;আল্লাহ ভালো জানেন।এই গুহা মানবদের সময় বাকি পৃথিবীর সময় মতো ছিল না। দাজ্জাল সময় সম্প্রসারণ (Time Dilation) এর মধ্যে আছে,যা একমাত্র থিওরি অফ রিলেটিভিটি মতেই সম্ভব।1875 সালে জুলস ভার্ন রহস্যময় দ্বীপের কথা লেখেন-যেখানে মানুষ ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে রহস্যময় দ্বীপে ওঠে।হতে পারে সেই টেলিপোর্টের মুখ কোনও ঝড়..সাহাবি তামিম আদ দারি (আ:) ও ঝড়ের মধ্যে পড়ে দাজ্জাল এর দ্বীপে পৌঁছেছিলেন। জাহাজব বা এরোলপ্লেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলএ সবসময় হারিয়ে যায়,তা নয় কিন্তু, কখনও কখনও.. মানে নির্দিষ্ট সময়,নির্দিষ্ট ম্যাগনেটিক আনোমালি ও নির্দিষ্ট স্থানেই সম্ভব।সেখানে ঘণলম্বা লোমওয়ালা জন্তুও (আল যাশাসা) ছিল। সাহাবি (তখনও তিনি মুসলিম/বিশ্বাসী হন নি) ও তার দলবল কে একটা প্রার্থনা ঘরে নিয়ে গেলো সেই জন্তুটি,যে সেই সাহাবি দলের সঙ্গে কথা বলছিল।
দাজ্জাল লোহার শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় সাহাবি ও তার দলবল কে প্রশ্ন করেছে-
বায়সন এর খেজুর ফলছে কিনা- তারা বললো,হ্যা;
দাজ্জাল বললো- শীঘ্রই আর খেজুর হবে না ।
দজ্জাল আবার জিজ্ঞাসা করলো- তবারিয়া হ্রদে(seaofgalilee) জল আছে কিনা- তারা বললো,আছে,অনেক জল আছে;
দজ্জাল বললো- শীঘ্রই সেই জল শুকিয়ে যাবে।
দজ্জাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো- যুখারা ঝর্ণা শুকিয়েছে কিনা- তারা বললো,না;
দাজ্জাল জানতে চাইল- নিরক্ষর নবী জন্মগ্রহণ করেছে কিনা- তারা বললো,হ্যা,তিনি মদিনায় হিজরত করেছেন। এবং নবীজী সম্পর্কে আরো কিছু জানলেন। এবং সাহাবি ও তার দলবল কে বললেন- তাদের উচিত হবে শেষ নবী (সা:) কে অনুসরণ করা। তারপর তার নিজের সম্পর্কে বললো- সে দাজ্জাল,আর শীঘ্রই সে এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবে।

এখানে দাজ্জাল ফিউচার এর কথা বলেছে।কিন্তু,আমরা জানি, আল্লাহ ছাড়া (নবী দের কে ওহির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানানো হয়) ভবিষ্যৎ জানার কোথা না। দাজ্জাল নবী তো নয়ই,বরং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবে। তাহলে,দাজ্জাল নিশ্চয় তার জীবদ্দশায় এসব ঘটনামন্ডলি নিজের চোখে দেখেছে; আবার যে মানুষ এখনও জন্মায়নি,আমাদের এই বর্তমান কালে,সে কী করে ১৪০০ বছর আগে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে? একমাত্র তখনই সম্ভব- যদি দাজ্জাল ভবিষ্যত থেকে অতীতে টাইম-ট্রাভেল করেছে।

আবার ইয়াজুজ ও মাজুজ (এরাই এই তবারিয়া হ্রদের জল খেয়ে শেষ করবে) বেরোনোর পর দাজ্জাল এর জন্ম কোনও এক মায়েরকোলে।ইয়াজুজ ও মাজুজ এর শেষ দল বিশ্বাস করতে পারবেনা যে তবারিয়া হ্রদে কোনওদিন জল ছিল।

দাজ্জাল তার উন্নত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (ফিউশন এনার্জি) ও জ্বীন দের সাহায্যে টেলিপোর্ট/ওয়ার্মহোল এর মাধ্যমে অতীতে গিয়ে রহস্যময় দ্বীপে আবদ্ধ হয়েছে,কেনো, কিভাবে.. আল্লাহ ভালো জানেন।

মুসনাদ আহম্মেদ-3546 সহীহ
“.. রাত্রি ভ্রমণ এর সময় নবীজী দের সঙ্গে কিয়ামত নিয়ে আলোচনা হওয়ার সময় ঈসা আ: বলেন- দাজ্জাল এর উত্থান (জন্মগ্রহণের কথা বলেন নি) হবে, ঈসাআ: কে দেখে দাজ্জাল পালাতে চাইবে- সীসা যেমন আগুনে গলে যায়,সেভাবে (অথবা ,নুন যেমন জল এ গুলে যায়) । কিন্তু, ঈসা আ: তাঁকে সেই অবস্থাতেই মেরে ফেলবে।.. তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ এর দল ছাড়া পাবে..”।

দাজ্জাল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সীসা বা নুনের মতো গলবে কেন? তাই না? কারণ,সে টেলিপোর্ট/ওয়ার্মহোল এর মাধ্যমে আবার পালিয়ে যেতে চাইবে,সে সাধারণ মানুষের মতো রক্ত মাংসের গোড়া থাকবেনা- কারণ সে তার জন্মের আগে অতীতে আছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ আসার পর তবারিয়া হ্রদের জল শুকোবে, সেই সময় দাজ্জালের রক্তমাংসের জীবদ্দশা তে উন্নত টেকনোলজি ও জ্বীন দের সহযোগিতায় টেলিপোর্ট/ওয়ার্মহোল দিয়ে অতীতে ভ্রমণ করেছে এবং রহস্যময় দ্বীপে আবদ্ধ আছে সঙ্গে ওই লোমওয়ালা জন্তু ও। কিভাবে? আল্লাহ মালুম।

দাজ্জাল সেই সময় 40 দিন দাজ্জালের সময় পার করবে-400 দিন পৃথিবীর সময় (১ম দিন-১বছরের মতো,দ্বিতীয়দিন-১মাসের মতো,তৃতীয় দিন-১সপ্তাহের মতো,তারপর বাকি পৃথিবীর দিনের মতো) ।দাজ্জাল তার টেকনোলজি দিয়ে পৃথিবীতে সময় সম্প্রসারণ করবে। প্রথম দিনেই সে সারা পৃথিবীতে সমস্ত শহরে ভ্রমণ করবে(মক্কা ও মদিনা ছাড়া- ফেরেশতা রক্ষা করবে)- মানুষ তার কথায় সহজেই আকৃষ্ট হবে।

সুতরাং, দাজ্জাল তার জন্মের আগেই ঈসা আ: এর হাতে মৃত্যু বরণ করবে।

For details:- youtube/Beyond the Lote Tree / Allah and the cosmos/ the lost island of Dajjal
এবার আমরা একটু অন্যরকম কোথা বলবো
°<u>সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ</u>- গ্রহণ কারওজন্ম বা মৃত্যুর জন্য হয়না, বরং এগুলো আল্লাহ-রলক্ষণ সমূহের কিছু নমুনা।
আমরা এখন ভালো মতোই জানি গ্রহণ এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা- যা আগে কল্পনাতীত ছিলো।
°<u>চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া</u>
আবদুল্লাহ ইবনে উমর(আ:),আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(আ:সা:) ও অন্যান্য থেকে বর্ণনা। ভারতীয় ও চীনা বর্ষপঞ্জিকা তে এর উল্লেখ আছে ।
আনাস ইবনে মালিক (আ:সা:) থেকে বর্ণিত- মক্কাহর মানুষ নবী (সা:) কে অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা দেখতে বলেন- তখন তিনি চাঁদ কে পুরো আলাদা ২টো ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন- এমনকি এই ২টো চন্দ্র ভাগের মাঝে হেরা পর্বত কে দেখেছিলেন।

<u>Al-Qamar 54:1</u>
কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।
জাঘলুল এল-নাগার (১৯৩৩-২০২১)
ইজিপিটিয়ন ভূতত্ত্ববিদ
২০০৪সালে দাবি করেন -১৯৭৮ সালে নাসা এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে চাঁদের বিভক্তি বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও জ্যোতির্বিদ্যা
°সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তএবং গোলাকার পৃথিবী আগে ধরে নেওয়া হতোসূর্য কিছু থেকে বা করো মধ্যে থেকে ওঠে বা ঢুকে যায়।

<u>Ya Sin 36:38</u>
“সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।”
আরবি শব্দ: mustaqarr- সময় /জায়গা যা পূর্ব নির্ধারিত;

<u>Ya Sin 36:40</u>
“সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।”

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা মতে:-সূর্য তার পরিবার নিয়ে নির্দিষ্ট দিকে চালিত,যা SolarApex নামে পরিচিত, যা কিনা *হারকিউলিস তারামণ্ডলে*অবস্থিত।
°আগেকার দিনে মানুষ ভাবত পৃথিবী চ্যাপ্টা- তাই বহুদূর সমুদ্র পাড়ি দিতে ভয় পেতো; স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক -1597 সালে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে প্রমাণ করেন- পৃথিবী গোলাকার

Luqman 31:29
"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। .."
~বিজ্ঞানী আল বিরুনী ৪১৬ হিজরি(১০৪০ খ্রী:) তার গ্রন্থে পৃথিবীকে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশে বিভক্ত করেন।
বিজ্ঞানীরা বলেন- গ্যালাক্সি তারামণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু ধুম্রপুঞ্জ ছিল;

Fussilat 41:11
"অতঃপরতিনিআকাশেরদিকেমনোযোগদিলেনযাছিলধুম্রকুঞ্জ, অতঃপরতিনিতাকেওপৃথিবীকেবললেন, তোমরাউভয়েআসইচ্ছায়অথবাঅনিচ্ছায়।তারাবলল, আমরাস্বেচ্ছায়আসলাম।

Alanbiya,21:30
"অবিশ্বাসীরা কি দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক সঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবেনা?"
এটা 'BigBang' সূত্র কে ইঙ্গিত করছে।

Sura Fussilat-41: 12
অতঃপরতিনিআকাশমন্ডলীকেদু'দিনে (ayyaam- বড় বযুগ))সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপ মালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

Sura At-Talaq-65: 12
আল্লাহসপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারযে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁরগোচরীভূত।
এখানে " পৃথিবীও সেই পরিমাণে"- বলতে অনেক তাফসীর বিদ বলেছেন- পৃথিবীর সাত টি স্তর: যার প্রতিটি স্তরে ভিন্ন সৃষ্টি আছে কিনা- যাদের কাছে নির্দেশ আসে;
কোনও কোনও জ্যোতির্বিদ ৭ টি পৃথিবীর কথা বলেই ধরেছেন- ৭ টি আসমান (বিশ্ব) এ ৭টি পৃথিবী,তাতে পৃথিবীর মতোই একরকম মানুষ-৭ জায়গায় পরীক্ষনীয়, নাকি অন্য মানুষ,নাকি অন্য সৃষ্টি- যাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ আসে ; আমরা জানিনা-আল্লাহ ভালো জানেন।

Ar-Rahman 55:33
"হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।"
এটাও শ্রুত:- আমেরিকা চন্দ্র পৃষ্ঠের অবতরন কোনও ষ্টুডিও তে করেছে। তারা এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয়বার চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারেনি; না হলেও,আল্লাহ নভোমণ্ডল এর কথা আগে বলেছেন- আমরা এখনও আকাশ এর প্রান্ত খুঁজেই পাইনি।

Adh-Dhariyat -51:47
"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।"
আকাশ সম্প্রসারণশীল এর কথা বলা হয়েছে।
আরবী শব্দ musiun- সম্প্রসারণশীল। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং- তার বইতে উল্লেখ করেছেন- বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা- আলোর বেগের চেয়েও বেশি গতিবেগে মহাকাশ সম্প্রসারণশীল।
জলচক্র
1580 সালে বিজ্ঞানী বার্নার্ড প্যালিসি জল চক্র আবিষ্কার করেন।
আগে ভাবা হতো – সমুদ্রের উপরিভাগ বাতাসের মাধ্যমে উড়ে গিয়ে বৃষ্টি ঘটায়; বাতাসের চাপে সমুদ্রের জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে..

Az-Zumar 39:21
"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।"

Al-Mu'minun 23:18
"আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।"

ভূতত্ত্ব

ভূতত্ববিদ গণ বলেন- আমরা যেখানে বাস করি- পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত আবরণ,তার ব্যাসার্ধ ১-৩০ মাইল;আর পৃথিবীর অভ্যন্তরে গরম গলিত লাভা থাকে- যা মনুষ্যউপযোগী না মোটেও, যার ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল। তাই ভাসমান গরম লাভায় পাতলা শক্ত আবরণ কাপবে ও দুলবে- প্রতিরোধ করার জন্য পাহাড়/পর্বতবিদ্যমান।DrFrankPress,(তদানীন্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট JimmyCarter এর উপদেষ্টা ছিলেন), তিনি তার বইতে লেখেন- পর্বতের শেকড় গভীরভাবে প্রোথিত।

An-Naba' 78:6-7
"আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা"
এবং পর্বতমালাকে পেরেক/কিলক?"

AlAnbiya21:31
"এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি পর্বতমালা; যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়.."

An-Nazi'at 79:32
"আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;"
যেমন তাবু তে খুঁটি বা গোঁজ ব্যবহার করা হয়- গোঁজ/কিলক হলো পর্বত,আর তাবুর ছাউনি টা হলো আমাদের বসবাসের যোগ্য ভূমি (শক্ত আবরণ-crust),আর ছাউনির নিচে যে বাতাস- সেটা হলো গরম গলিত তরল লাভা।

সমুদ্রবিদ্যা

Ar-Rahman 55:19-20
"তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন,যারা মিলিত হয়;
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল(বারজাখ-not physical), যা তারা অতিক্রম করে না।"
একটির জল সুস্বাদু,পানীয়,- অন্যটি নোনা,বিস্বাদ (কুরআন-25:33)

Al-Furqan 25:53
"আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসাথে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এতদোভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন করেছেন।"
এখানে বিপরীত শব্দ- 'মিলিত হয়',আবার বলা হয়েছে- 'অন্তরায়';- আসলে,জলের ধর্মের/গুনের/বৈশিষ্টের/তাপমাত্রার অন্তরায়। এক সমুদ্রের জল সেই অন্তরায় ভেদ করে অন্য সমুদ্রে বিচরণ করে- কিন্তু তার নিজের ধর্ম পাল্টে যায়;সুতরাং- জলের ধর্ম পৃথক থেকেও তারা মিলিত হয়।
Dr William Hay,marine scientist এ ব্যাপারে বিশদ বলেছেন।

An-Nur 24:40
"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।"
Prof Durga Rao এই ব্যাপারে বিশদ বলেছেন:-মানুষ গভীর সমুদ্রে ২০-৩০ মিটারের নিচে কৃত্রিম আলো ছাড়া দেখতে পায়না,২০০ মিটারের নিচে বাঁচতে পারবেনা আধুনিক সরঞ্জাম ছাড়া।

জীববিদ্যা

Ar-Rahman 55:19-20
"তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন,যারা মিলিত হয়;
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল(বারজাখ-not physical), যা তারা অতিক্রম করে না।"

একটির জল সুস্বাদু,পানীয়,- অন্যটি নোনা,বিস্বাদ (কুরআন-25:33)

Al-Furqan 25:53

"আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসাথে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এতদোভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন করেছেন।"

এখানে বিপরীত শব্দ- 'মিলিত হয়',আবার বলা হয়েছে- 'অন্তরায়';- আসলে,জলের ধর্মের/গুনের/বৈশিষ্টের/তাপমাত্রার অন্তরায়। এক সমুদ্রের জল সেই অন্তরায় ভেদ করে অন্য সমুদ্রে বিচরণ করে- কিন্তু তার নিজের ধর্ম পাল্টে যায়;সুতরাং- জলের ধর্ম পৃথক থেকেও তারা মিলিত হয়।

Dr William Hay,marine scientist এ ব্যাপারে বিশদ বলেছেন।

An-Nur 24:40

"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।"

Prof Durga Rao এই ব্যাপারে বিশদ বলেছেন:-মানুষ গভীর সমুদ্রে ২০-৩০ মিটারের নিচে কৃত্রিম আলো ছাড়া দেখতে পায়না,২০০ মিটারের নিচে বাঁচতে পারবেনা আধুনিক সরঞ্জাম ছাড়া।

জীববিদ্যা

Al-Anbiya 21:30

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল*, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি° থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"

* আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আদিতে আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র ও পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক সত্তায় ছিল না; বরং সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি। পরবর্তীকালে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। এটিই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ

°আধুনিক বিজ্ঞান মতে কোষের সাইটোপ্লাসম ৮০% জল দিয়ে তৈরি,আর বেশিরভাগ জীব-জীবাণু ৫০-৯০% জল দিয়েই তৈরী।

উদ্ভিদবিদ্যা

Al-Hajj 22:18

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"

কিছু মানুষ সিজদা করেন,বাকি সৃষ্টি কিভাবে করে- আমরা এখনও জানিনা। তবে উদ্ভিদের মাথা মাটিতে প্রোথিত- প্রমাণিত,আর তার যৌনাঙ (ফুল) ও ফল ওপরে প্রকাশিত

Ar-Ra'd 13:3

"..আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী আছে"

প্রাণিবিদ্যা

Al-An'am 6:38

"আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। আমি কিতাবে কোন ত্রূটি করিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।"

An-Naml 27:1-18

"আর সুলাইমানের জন্য তার সেনাবাহিনী থেকে জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হল। তারপর এদেরকে বিন্যস্ত করা হল।"

An-Naml 27:18

অবশেষে যখন তারা পিপড়ার উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল, 'ওহে পিপড়ার দল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ কর। সুলাইমান ও তার বাহিনী

তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে পিষ্ট করে মারতে না পারে'।

An-Nahl 16:68-69
আর তোমার রব মৌমাছিকে শিখিয়েছেন যে, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও।'
"অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"
রক্তসঞ্চালন,ভ্রূণবিদ্যা ও তার বিভিন্ন ধাপএবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সৃস্টি তত্ব ছাড়াও আরও অনেক কিছু বৈজ্ঞানীক তথ্য আছে যা এখানে বলাসময়সাপেক্ষ।
আমরা অনেকেই বলি-বিশেষ করে কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর,যা কুরআন উল্লেখিত আছে,যে- আমাদের কুরআন শরীফ এ আছে, সেখান থেকে নিয়েআবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানীরা।
আমার বক্তব্য,কুরআন শরিফ এ অনেক কিছুই আছে,আমরা নিজেরা পড়ি-মানে বুঝে,বৈজ্ঞানিক ভাবে,অন্তর দিয়ে,
শুধু মানে না জেনে আরবি ভাষায় নেকি পাওয়ার উদ্যেশে পড়ে আখেরাতেও বিশেষ লাভ হবে হবে বলে মনে হয়না,আর এই জগতে তো একদমই না।
সুতরাং- মানে বুঝে,নিজেদের মাতৃভাষায় হৃদ্যঙ্গম করুন- তাতে নিজেরও এইজগৎ ও পরকালে উপকার,অন্যরাও উপকৃত হবেন,ইনশাল্লাহ।

তথ্যসূত্র:-
আল কুরআন
হাদীস
TheQuran,theBibleandScience- Dr ফাহিম Faisal
YouTube

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য

ডাঃ হেবজুর রহমান, শিশু বিভাগ, নদীয়া সদর হাসপাতাল

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা। অন্ত্রের গতিবিধির সমস্যার জন্য মল শুকনো এবং শক্ত হয়ে যাই । সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক টয়লেট প্রশিক্ষণের অভাব এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন । শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক সময়ের জন্য হয়ে থাকে।
শিশুর সাধারণ খাদ্যতালিকার পরিবর্তন করা - যেমন আরও ফাইবার সমৃদ্ধ ফল এবং শাকসবজি খেতে দেওয়া এবং আরও তরল পান করতে দেওয়া - কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার অন্যতম হাতিয়ার। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত কিছু অসুধ ব্যবহার করলে আর লাইফ স্টাইল অনুসরন করলে বাচ্চার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যাই।

লক্ষণসমূহ
শিশুদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নিচের লক্ষণগুলি থাকতে পার -

- সপ্তাহে ৩ টিরও কম মলত্যাগ
- পায়খানা এত শক্ত যে মলদ্বার দিয়ে বের হওয়া কঠিন হয়ে যাই ।
- বড় ব্যাসের মল যা টয়লেটে আটকে যেতে পারে।
- পায়খানা করার সময় ব্যথা।
- পেটে ব্যথা।
- বাচচ্চার প্যান্টে তরল বা কাদামাটির মতো মলের চিহ্ন দেখা যাই যা মলদ্বারে আবদ্দ থাকার জন্য হয় ।
- শক্ত মলের গায়ে রক্ত লেগে থাকতে পারে।

যদি শিশু অন্ত্রের নড়াচড়া বা মলত্যাগ প্রক্রিয়াকে ভয় পাই সে এটি এড়ানোর চেষ্টা করতে করবে। আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে আপনার শিশু তার পাদুটি সংযুক্ত করছে, তার নিতম্বগুলি সংকোচন করছে, বিভিন্নরকম অঙ্গিভঙ্গি করছে বা মল ধরে রাখার চেষ্টা করার সময় মুখ বিকৃত করছে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য সাধারণত গুরুতর হয় না। যাইহোক, দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যতা কোন জটিল অভ্যন্তরিন সমস্যার সংকেত হতে পারে। আপনার শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান যদি 2 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে নিম্নের সঙ্কেতগুলো থাকে।

·জ্বর।
·বমি বমি ভাব।
·মলের মধ্যে রক্ত।
·পেট ফুলে যাওয়া।
·ওজন কমে জাওয়া।
·মলদ্বারের চারপাশের ত্বক চিরে যাওয়া ।
·মলদ্বার থেকে অন্ত্রের কোন অংশ বেরিয়ে আসা (রেকটাল প্রোল্যাপস)।

কারণ:

আমাদের খাবার দীর্ঘসময় পাচনতন্ত্রে থাকলে বা পাচনক্রিয় বর্জ্য খুব ধির গতিতে চলাচল করলে জল শোষিত হয়ে মলটি শক্ত এবং শুষ্ক হয়ে যায়। অনেকগুলি কারণ শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অবদান রাখে, যার মধ্যে নিম্নের গুলো গুরত্বপুন্যঃ

উইথহোল্ডিং বা মল আটকে রাখা: আপনার শিশু মলত্যাগ প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারে কারন এটা একটি জটিল ও যন্ত্রনাদায়ক পদ্ধতি, উপরন্তু খেলা থেকে তাকে বিরত রাখে।তাই সে টয়লেটকে ভয় পায় বা খেলা থেকে বিরতি নিতে চায় না এবং মলকে আটকে রাখার চেষ্টা করে। কিছু শিশু যখন বাড়ির বাইরে থাকে তখন তারা মল আটকে রাখে কারণ তারা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করতে অস্বস্তিবোধ করে। বেদনাদায়ক অন্ত্রের মোচড়, বৃহত ও শক্ত মলের কারণেও মল আটকে যেতে পারে। আপনার শিশু বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর চেষ্টায় উইথহোল্ডিং করতে পারে।

টয়লেট প্রশিক্ষণের সমস্যা: যদি আপনি খুব শীঘ্রই টয়লেট প্রশিক্ষণ শুরু করেন, তবে আপনার সন্তানের মধ্যে জেদ তৈরি হই মলত্যাগ না করার। যদি টয়লেট প্রশিক্ষণ শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হই তবে মলত্যাগ একটি অনিচ্ছাকৃত অভ্যাসে পরিণত হতে পারে যা পরিবর্তন করা কঠিন।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন: আপনার সন্তানের ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার সমৃদ্ধ ফল এবং শাকসবজি বা তরলের অভাব কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যে পরিণত হওয়ার জন্য সাধারণ সময়গুলির মধ্যে একটি হল যখন তারা সমস্ত তরল ডায়েট থেকে শক্ত খাবার গ্রহন করতে শুরু করে।

রুটিনে পরিবর্তন: আপনার সন্তানের রুটিনের পরিবর্তনগুলি - যেমন ভ্রমণ, গরম আবহাওয়া বা স্ট্রেস - অন্ত্রের ফাংশনকে প্রভাবিত করতে পারে। শিশুরা যখন বাড়ির বাইরে প্রথম স্কুল শুরু করে তখন কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ঔষুধের প্রতিক্রিয়া : কিছু এন্টিডিপ্রেসেন্টসসহ বেশ কিছু ওষুধ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য দায়ী হতে পারে।

গরুর দুধের এলার্জি: গরুর দুধে বা পণীর এ এলার্জি এবং গরুর দুধের মতো অন্য দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণ কখনও কখনও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

পারিবারিক ইতিহাস: যেসব শিশুর পরিবারের সদস্যরা কোষ্ঠকাঠিন্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটি জেনেটিক বা বংশগত কারনে এবং পরিবেশগত কারণের জন্যও হতে পারে।

মেডিকেল অবস্থা: কদাচিৎ, শিশুদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য একটি শারীরিক বিকৃতি,বিপাকীয় বা পাচনতন্ত্রের সমস্যা, বা অন্য অন্তর্নিহিত সমস্যার ইঙ্গিত দেয়।

ঝুঁকির কারণসমূহ

- বাচ্চাদের বেশীরভাগ সময় বসা অবস্থায় কাটে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার এর অভাব।
- পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করে না।
- কিছু এন্টিডিপ্রেসেন্ট সহ ওষুধ এর প্রয়োজন হলে।
- মলদ্বারকে প্রভাবিত করে এমন অসুস্থতা ।

পারিবারিক কোষ্ঠকাঠিন্যর উপস্থিতি।

রোগ নির্ণয়

একটি সম্পূর্ণ বর্ণনা এবং শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। মলদ্বারের আশপাশ এবং ভিতরের অংশ ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করতে পারেন।

কোন অস্বাভাবিক কিছু থাকলে মল পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় তবে কিছু ব্যয়বহুল পরীক্ষাও করা হয়ে থাকে, যেমন

- পেটের এক্স রে।
- অ্যানোরেক্টাল ম্যানোমেট্রি বা গতিশীলতা পরীক্ষা
- বেরিয়াম এনিমা এক্স রে।
- রেকটাল বায়োপসি।
- ট্রানজিট স্টাডি বা মার্কার স্টাডি
- রক্ত পরীক্ষা।

নিরাময়

- **জল ও ফাইবার সমৃধ্য খাবারঃ** যদি আপনার শিশু তার ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার না পায় তবে মেটামুসিল,ওটস বা সাইট্রাসিলের মতো ফাইবার পরিপূরক যুক্ত করলে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। ১০কেজি ওজনের শিশুর সারাদিনে মিনিমাম ১ লিটার জলের প্রয়োজন। আপনার সন্তানের বয়স এবং ওজনের সাপেক্ষে সঠিক জলের পরিমান বা ঔষুধের ডোজ ডাক্তারবাবুর পরামর্শে নির্ধারণ করুন।
- **সাপোজিটরি/এনেমাঃ** যদি মল অত্যধিক শক্ত হয়ে যাই বা শিশু ঔষুধ খেতে না চাই তবে সাপজিটর বা এনেমা ব্যবহার করা যেতে পারে যা মল কে নরম করে বের করতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইকোল (পিইজি) এবং খনিজ তেল এর নাম করা যাই। এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সঠিক উপায় সম্পর্কে আপনার শিশুডাক্তারের সাথে কথা বলুন। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া এগুলো ব্যবহার করা উচিত নই।
- **ডাক্তারবাবুর পরামরশঃ** উল্লেখিত সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। তাঁর ঔষুধ ও পরামর্শ অনুসরণ করুন।কখনও কখনও শিশু গুরুতরভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হলে পাচননালী পরিষ্কার করতে এনিমা দেওয়ার জন্য অল্প সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে। আঙুল বা ইন্সট্রুমেনট এর ও অনেক সময় প্রয়োজন হয় । একে বলা হয় ডিসইমপ্যাকসন(Disimpaction)।

প্রতিরোধ

- শিশুকে ফাইবার সমৃধ্যখাবার যেমন ফল, শাকসবজি, মটরশুটি, সস্য বা রুটি ইত্যাদি পরিবেশন করলে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করা যাই।
- বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে তরল পান করতে উৎসাহিত করুন, যেমন জল।
- নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ স্বাভাবিক অন্ত্রের গতিকে উদ্দীপিত করতে সহায়তা করে
- একটি টয়লেট রুটিন তৈরি করুন: নিয়মিত টয়লেট ব্যবহার করার সময় আলাদা করে রাখতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে একটি ফুটস্টুল ব্যবহার করলে শিশু টয়লেটে বসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং মলত্যাগের জন্য পর্যাপ্ত চাপ দিতে পারে। বাচ্চাকে মলত্যাগ এর সাধারন লক্ষণ (যেমনঃ পেটে ব্যাথা বা মোচড়) সম্পর্কে ধারনা দিতে হবে।
- ঔষধ পর্যালোচনা করুন: যদি কোন ঔষধ শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হয় তবে তার ডাক্তারকে অন্যান্য বিকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।

লাইফস্টাইল এবং ঘরোয়া প্রতিকার
ডায়েট এবং রুটিনে সামান্য পরিবর্তন শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে।
উচ্চ ফাইবারযুক্ত ডায়েট: ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার মলের পরিমান বাড়ায় এবং নরম করে। প্রতি 1000 ক্যালোরি খাবারের জন্য 14 গ্রাম ফাইবার এর প্রয়োজন-
ছোট বাচ্চাদের জন্য: 20 গ্রাম ফাইবার / দিন
কিশোরী মেয়ে এবং যুবতী মহিলার জন্য: 29 গ্রাম / দিন

Examples of High-Fiber Foods

Food	Grams of Fiber
Fruits	
Apple with skin (medium)	3.5
Pear with skin	4.6
Peach with skin	2.1
Raspberries (1 cup)	5.1
Vegetables, Cooked	
Broccoli (1 stalk)	5.0
Carrots (1 cup)	4.6
Cauliflower (1 cup)	2.1
Beans, Cooked	
Kidney beans (½ cup)	7.4
Lima beans (½ cup)	2.6
Navy beans (½ cup)	3.1
Whole Grains, Cooked	
Whole-wheat cereal (1 cup flakes)	3.0
Whole-wheat bread (1 slice)	1.7

কিশোর ছেলে এবং যুবকের জন্য: 38 গ্রাম / দিন পরিমাপের সুবিধার্থে একটা চার্ট দেওা হল।

আপনার শিশুকে উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার, যেমন মটরশুটি, পুরো শস্য, ফল এবং শাকসবজি সরবরাহ করুন। গ্যাস এবং bloating কমাতে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন মাত্র কয়েক গ্রাম উচ্চ ফাইবার খাদ্য যোগ করে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করুন।

·পর্যাপ্ত তরল: জল এবং অন্যান্য তরল আপনার সন্তানের মলকে নরম করতে সহায়তা করবে। তবে আপনার শিশুকে খুব বেশি দুধ দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কিছু শিশুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুধ কোষ্ঠকাঠিন্যের কারন হয়।
·অন্ত্রের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত সময়: প্রতিটি খাবারের পরে 30 মিনিটের মধ্যে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য আপনার শিশুকে টয়লেটে বসতে উত্সাহিত করুন। এমনকি ছুটির দিন এবং ছুটির সময়ও প্রতিদিন রুটিন অনুসরণ করুন।

সহায়ক হোন: কোষ্ঠকাঠিন্যে দূর করতে সময় এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। বাছছার ছোট্ট ছোট্ট প্রচেষ্টা কে অনুপ্রানিত করুন। স্টিকার বা বিশেষ বই বা তার পছন্দের জিনিস দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করুন । কাপড় নোংরা করেছে বলে শাস্তি বা বকাঝকা বাঞ্ছনীয় নয়। উপযুক্ত সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।